একটি বাসা

চিত্রদীপ-এর
নিদারুণ হাস্যকর প্রচেষ্টা

# একটুকু বাসা

চিত্রনাট্য • পরিচালনা • তরুণ মজুমদার
সুরসৃষ্টি • হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

কাহিনী : মনোজ বসু। গীত-রচনা : মুকুল দত্ত। আলোকচিত্র : সৌমেন্দু রায়
শিল্প-নির্দেশ : বংশী চন্দ্রগুপ্ত। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল, দেবেশ ঘোষ, সুজিত সরকার ও সুনীল বসু। নেপথ্য-কণ্ঠদানে : আরতি মুখোপাধ্যায় ও সবিতাব্রত দত্ত। ব্যবস্থাপনা : মুকুল চৌধুরী। সংগঠন : তপেশ্বর প্রসাদ। রূপসজ্জা : হাসান জামান। সাজসজ্জা : দি নিউ স্টুডিও সাপ্লাই ও পঞ্চানন দাস। সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দ-পুনর্যোজন : শ্যামসুন্দর ঘোষ। স্টুডিও-ব্যবস্থাপনা : ধীরেন দাস। প্রচার-উপদেষ্টা : সুকুমার ঘোষ। স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ। দৃশ্যপট : কবি দাশগুপ্ত। আলোক-সম্পাত : সতীশ হালদার, দুঃখী নস্কর, কেষ্ট দাস, ব্রজেন দাস, বিনু ধর, রামখিলন সিং ও মঙ্গল সিং। আবহ-সঙ্গীত : সুর-ও-শ্রী


**কৃতজ্ঞতা-স্বীকার**

গাঙ্গুরাম গ্র্যাণ্ড সন্স, চিলড্রেন্স হাট, শ্রীসরোজ মিত্র, শ্রীপ্রভাত ঘোষ, শান্তিনিকেতন হোটেল ও ডাঃ এন. সি. সেন।

নিউ থিয়েটার্স ও রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে গৃহীত
আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত।


**সহকারী**

পরিচালনা : তপেশ্বর প্রসাদ, রমেশ সেন ও ধ্রুব রায় চৌধুরী। সুরসৃষ্টি : সমরেশ রায়, বেলা মুখোপাধ্যায় ও নিখিল চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা : কাশীনাথ বসু। আলোকচিত্র : পূর্ণেন্দু বসু, দুর্গা রাহা ও নূর আলি। শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন, জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, মনি মণ্ডল, ভোলানাথ সরকার, এ্যাডেল মূলার, পাঁচু গোপাল ঘোষ ও রবীন সেন। শিল্পনির্দেশ : সুরথ দাস। ব্যবস্থাপনা : সুবীর ঘোষ ও রতি দাস। রূপসজ্জা : শম্ভু দাস। কেশসজ্জা : পীয়ার আলি। পরিস্ফুটনা : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী ও মোহন চট্টোপাধ্যায়।

পরিবেশনা : মানসাটা ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স

## রূপায়ণে

**সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়**
**সন্ধ্যা রায়**
রবি ঘোষ • অনুপকুমার
পাহাড়ী সান্যাল • অনুভা গুপ্তা
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় • জহর রায়
রেণুকা রায় • গীতা দে
হরিধন মুখোপাধ্যায়
শ্যাম লাহা • শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়
পদ্মা দেবী • কেতকী দত্ত
অজিত চট্টোপাধ্যায়
অরুণ চৌধুরী • অমর বিশ্বাস
রতন বন্দ্যোপাধ্যায়
মিহির ভট্টাচার্য্য • দুর্গাদাস বন্দ্যোঃ
শ্যামল ঘোষ • সোমনাথ (অতিথী শিল্পী)
অমূল্য সান্যাল • বঙ্কিম ঘোষ
জয়শ্রী চক্রবর্তী • জগন্নাথ মহান্তি
সমর কুমার • সুরুচি চক্রবর্তী
ধ্রুব রায়চৌধুরী • মুকুল চৌধুরী
প্রলয় দত্ত • বচন সিং
পুনু সেন • কাশীনাথ বসু
জয়ন্ত বসু • অমিয় সান্যাল
অমলেন্দু মণ্ডল • দেবদাস
সাধন সেনগুপ্ত • পরিতোষ রায়
সমরেশ বসু • হরিপদ সাহা
মুকুন্দ চক্রবর্তী ও
অন্যান্য বহু শিল্পী

# কাহিনী

আলিপুর কোর্টের জবরদস্ত উকিল নৃত্যলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক। পান থেকে চুণ খসলে হুলুস্থুল বাধিয়ে দেন তিনি। বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খায় তাঁর নাম শুনলে।

এ হেন নৃত্যলালবাবুর একমাত্র ছেলে প্রতুল যখন হঠাৎ প্রেমে পড়ে বিয়ে করে বসল, তখন সবারই ধারণা হয়েছিল এবার বুঝি মারাত্মক একটা অগ্ন্যুৎপাৎ ঘটবে। কিন্তু নতুন বৌ অলকাকে দেখে কি নৃত্যলাল, কি তার স্ত্রী মনোরমা, এমন মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে প্রতুল অবধি থ'। বলতে কি অলকাকে নিয়ে যেন মেতে উঠলেন নৃত্যলাল। উঠতে-বসতে, কাজে অকাজে বৌমাকে না হলে তাঁর চলে না। বলতে গেলে দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই অলকাকে তিনি স্নেহের নাগপাশে বন্দী করে রাখলেন।

সঙ্গে সঙ্গে জারী করলেন আর একটি হুকুম। যে-হেতু প্রতুলের সেটা আবার পরীক্ষার বছর, এবং পরীক্ষা শুরু হতে মাত্র মাস-দুয়েক দেরী, সুতরাং আদেশ হল, পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওপরের চিলেকোঠার ঘরে একলা থাকবে প্রতুল। সেখানেই সে পড়বে, খাবে, শোবে। অলকা থাকবে নীচে, তার শাশুড়ীর কাছে। পরীক্ষার আগে প্রতুল যাতে ফাঁকি মারতে না পারে, তার জন্যে দুজনের মধ্যে দেখা-শোনা সব বন্ধ!

এই হোল সমস্যার সূত্রপাত! কিন্তু বাইরের শাসন দিয়ে কি দুটি নবীন প্রাণের ব্যাকুল বাসনাকে স্তব্ধ করে রাখা যায়? বিশেষ করে, তারা যখন সদ্যবিবাহিত স্বামী-স্ত্রী?

অতএব শুরু হল লুকোচুরি খেলা। অভিভাবকদের অজান্তে, সবার চোখের আড়ালে, দুজনের গোপন দেখাশোনার নানারকম ফন্দি-ফিকির। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতেও যখন সুবিধে হল না, তখন দুজনে মিলে শরণাপন্ন হল—বাবুর।

বাবু হল প্রতুলের সহপাঠী এবং অলকার জ্যেঠতুতো দাদা। একদা এই বাবুর মাধ্যমেই প্রতুল অলকা উপাখ্যানের মধুর সূত্রপাত হয়েছিল—যার পরিণতি গিয়ে দাঁড়ায় পরিণয়ে। অসম্ভব বুদ্ধিমান ছেলে বাবু; পৃথিবীতে কোন সমস্যাই তার কাছে সমস্যা নয়। অতএব প্রতুলের কাছ থেকে তার সমস্যার আদ্যন্ত শুনে বরাভয় জানিয়ে বাবু বলল—মাভৈঃ!

এর দিন-দুয়েক পরের কথা। সকালবেলা একটা টেলিগ্রাম হাতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে বাবু এসে হাজির হল প্রতুলদের বাড়িতে। কৃষ্ণনগরের বাড়িতে অলকার মা হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এক্ষুনি প্রতুল ও অলকার যাওয়া দরকার। নৃত্যলালই তাড়াহুড়ো করে পাঠিয়ে দিলেন প্রতুলকে। তার সঙ্গে অলকা। ও তাদের সঙ্গে বাবু। কিন্তু শেয়ালদা ষ্টেশনের কাছাকাছি এসে হঠাৎ যখন ট্যাক্সিটা বাবুর নির্দেশে বাঁ দিকের হ্যারিসন রোডে ঢুকে একটা হোটেলের সামনে দাঁড়াল, তখন অলকার বিস্ময়ের আর শেষ থাকল না। কিন্তু স্বামী এবং দাদার মুখের দিকে তাকাতেই নিমেষে সে বুঝতে পারল যে দুজনে মিলে যুক্তি করেই এই ব্যবস্থা করেছে। মায়ের অসুখ সম্পূর্ণ মিথ্যে; আসল ব্যাপার হল সেই অজুহাতে দুজনের অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে এই হোটেলের একটি নিভৃত ঘরে নিরুপদ্রব দাম্পত্য-জীবন যাপন।

বিচিত্র সেই হোটেল। বিচিত্রতর তার বাসিন্দাদের চরিত্র।

তারই মধ্যে প্রতুল ও অলকাকে রেখে বাবু চলে গেল
কৃষ্ণনগরে—ওদিকটা সামলাতে।
এদিকে 'কপোত-কপোতী যথা—' সুখের জীবন
শুরু করে দিল এরাদুজনে।

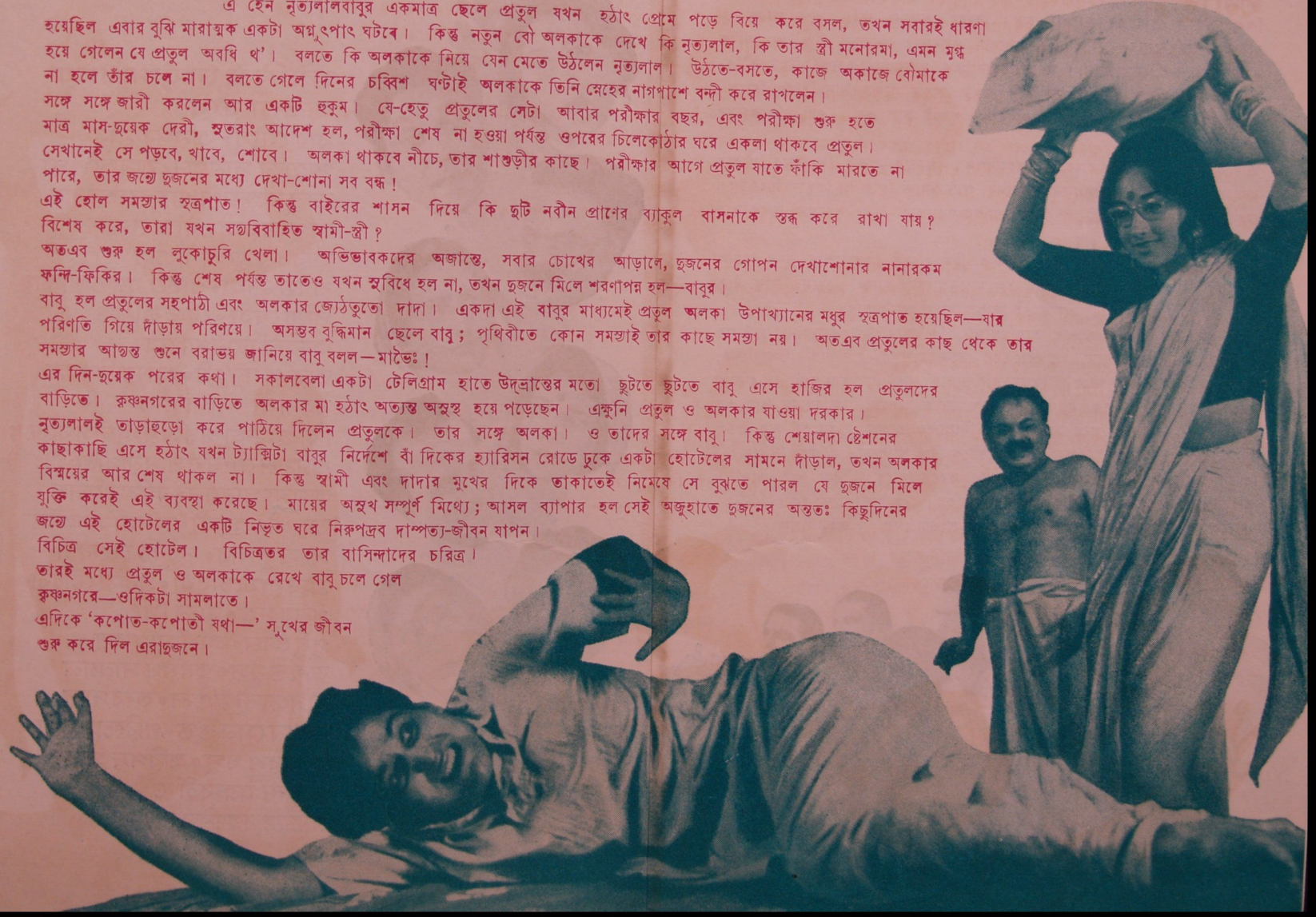

কোন বাধা নেই, ঝঞ্ঝাট নেই,—শুধু হাসি, গান, কাব্যপাঠ আর মাঝে মাঝে দুজনে দুজনার মুখের দিকে চেয়ে শুধু চুপচাপ বসে থাকা। বাইরের জগতসংসারের কোন অস্তিত্বই যেন তাদের কাছে নেই।

কিন্তু থাকলে বোধ হয় ভালোই হত। কারণ, তাহলে তারা বুঝতে পারত যে বাইরের জগৎসংসার—অর্থাৎ এই মেসের বাসিন্দারা তাদের ঠিক অপাপবিদ্ধ নবদম্পতির মত দেখছে না। এদের রোমাঞ্চিত মনের নানা ধরণের উদ্ভট কীর্তি-কলাপ দেখে ধীরে ধীরে তাদের মনে একটা অশুভ সন্দেহ দানা বেঁধে উঠছে। আজকাল তো খবরের কাগজে এ ধরণের কত খবরই ছাপা হয়। এরা সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রী তো?

ওদিকে কৃষ্ণনগরে গিয়ে বাবুর হল মহাবিপদ। পাড়ার সখের থিয়েটারে 'সীতার বনবাস' পালা হচ্ছিল। সেখানে হনুমানের পার্ট করতে গিয়ে পা পিছলে চিৎপটাং। ফল দাঁড়াল এই যে, একটি পা ভেঙ্গে সে হল শয্যাশায়ী এবং সময়মত কলকাতায় ফেরার সব প্লান মাটি হল তার।

ওদিকে মেসের বাসিন্দাদের সন্দেহ দিনকে দিন বাড়ছে। অবশেষে এমন দাঁড়াল যে একদিন তারা দলবেঁধে হাজির হল ম্যানেজারের কাছে। মেসের মধ্যে বসে এমন পাপাচার চলবে না। এক্ষুনি এই আপদ বিদেয় করতে হবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে আরেক সর্বনাশ হয়ে গেছে। কি করে কেউ জানে না, প্রতুলের মানিব্যাগটি চুরি হয়ে গেছে। সুতরাং মেস ছেড়ে যেতে চাইলেও যাবার উপায় নেই, অন্তত যতদিন না বাবু আসে। অথচ বাবু ওদিকে কৃষ্ণনগরে শয্যাশায়ী। এদিকে মেসের ম্যানেজারও টাকা না পেয়ে পুলিশ ডেকে বসেছে। অভিযোগ তার শুধু একটা নয়, ইতিমধ্যে সে-ও নানা ঘটনায় নিঃসন্দেহ হয়েছে যে অলকা আর প্রতুল বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী নয়। নিশ্চয় প্রতুল মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে এসে মেসে উঠেছে। প্রতুল হয়তো সদর্পে নিজের স্বামীত্ব প্রমাণ করতে পারে। কিন্তু তার জন্যে যে বাড়ির শরণাপন্ন হতে হয়, বাবার শরণাপন্ন হতে হয়। সে রাস্তাও তো বন্ধ।

এদিকে বাইরে পুলিসের গাড়ি থামার আওয়াজ পাওয়া গেল। এখন উপায়?

# সঙ্গীত

১

আমি সংসারে রব না মা,
আমি হব না তো গৃহবাসিনী।
এই কঠিন শৃঙ্খল চূর্ণ করো মাগো
মুগুদরে সর্বনাশিনী॥
আমি নিরুপায় পাগল সমান,
চারিদিকে মোর কঠিন পাষাণ,
কেমনে পাইব মুক্তির সন্ধান
বলে দে মা মুক্তিরূপিনী॥
জানি নে মা শ্যামা এ ভব সংসারে
কে ঘুমায় আর কে জাগে।
পরের ভাবনা ভাবিতে চাহিনা
নিজের ভাবনা ভাবি আগে॥
আমি প্রাণপণে চাই ছিঁড়িতে বাঁধন,
তারি লাগি মোর এমন কাঁদন,
কেমনে করিব উদ্দেশ্য-সাধন
বলে দে মা সিদ্ধিদায়িনী॥

২

এসো এসো আমার ঘরে এসো
বসে আছি আসবে বলে।
বন্ধ দ্বারের নিষেধ মেনে
না গো তুমি যেয়োনা চলে॥
এমন নিষেধ মানা কেই বা মনে রাখে?
তুমি আসবে যখন কেই বা বসে থাকে?
যেমন করে ঝড়ের সাথে
ঘনঘটায় বৃষ্টি আসে,
তুমি বুঝি তেমনি করে এলে॥
তোমায় আমায় মিলন হল প্রাণের আলাপনে,
আমি হারিয়ে গেছি তোমার মনে মনে
আমি হারিয়ে গেছি—।
শুনব না আর যে যাই বলুক লোকে,
পিছু ফিরব না আর কেউ যদি বা ডাকে,
শুধু দেখব চেয়ে পেরিয়ে বাধা
হৃদয়ের সপ্তডিঙ্গায়
ওগো তুমি কেমন করে এলে॥

পরিচালনা- ভি. শান্তারাম

রূপায়ণে- রাজশ্রী শান্তারাম ও জীতেন্দ্র

মানসাটা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স ৩২-এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।